তারপর লালচাঁদ বিদায় হইল।
বাহির বাটীতে এসে ঠাকুর বসিল।।
তারকেরে লইয়া প্রভু বসিলেন তথা।
বলিতে লাগিল সব মহান্তের কথা।।
বেলা অপরাহ্ন হ'ল সন্ধ্যার অগ্রেতে।
তারক চলিল প্রাঙ্গণেতে ঝাঁড়ু দিতে।।
রাত্রি হ'ল ঠাকুর বসিল বাটী মধ্যে।
ভক্তগণ বসিলেন ঠাকুর সান্নিধ্যে।।
ভোজন হইলে পরে স্বীয় স্বীয় স্থানে।
বঞ্চিলেন নিশি সবে হরষিত মনে।।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু তারকেরে কয়।
"চল চল লালচাঁদ বাটী যে'তে হয়।।
গিয়াছে ভোলা কুকুর সংবাদ দিয়াছে।
আমরা যাইব সে সংবাদ জানা'য়েছে।।"
বলিতে বলিতে এল কাঙ্গালী বেপারী।
মৃত্যুঞ্জয় আসিলেন বলে হরি হরি।।
ঠাকুর বলেন 'সবে চল রাজপাট।
পথ বড় কম নয় চল ঝট্‌পট্।।'
যাই যাই যাই বলে হইতেছে কথা।
হেনকালে লালচাঁদ পুত্র এল তথা।।
প্রভু বলে "নিতে এল লালচাঁদ ছেলে।
শুভযাত্রা কর সবে হরি হরি বলে।।"
যাইতে ভক্তের বাসে উল্লাসিত কত।
তিনদিন পর্য্যন্ত চাহেন প্রভু পথ।।
প্রভু হরিচাঁদ শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী।
মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী ও কাঙ্গালী বেপারী।।
এইরূপে যাত্রা করিলেন ছয় জন।
রচিল তারকচন্দ্র প্রভুর গমন।।

মহাপ্রভুর লালচাঁদের বাটী গমন

এইরূপে যাত্রা করিলেন ছয়জন।
মহাপ্রভু বলে 'অগ্রে চল একজন।।
তথা যেতে পথে মোর আছে বড় ভয়।
সাপে নাহি ছাড়ে মোরে আসিয়া জড়ায়।।'
তাহা শুনি কাঙ্গালী চলিল আগে আগে।
চলিলেন মহাপ্রভু তার পিছু ভাগে।।
বরইহাট গ্রামে গিয়া হ'ল উদয়।
ভক্তদের বাটী গিয়া উঠিল সবায়।।
ভক্ত কহে "মহাপ্রভু নিবেদন করি।
প্রাতঃভোজ নিতে হ'বে তোমার এ বাড়ী।।
মহাপ্রভু বলে "যদি বাড়ী মোর হয়।
কি আছে মোর সেবার শীঘ্র ল'য়ে আয়।।
অমনি ভকত যায় জাল বাহিবারে।
ঠাকুর বলেন 'মোরা মাছ খাব নারে।।
তাহা শুনি ভক্ত কহে 'আছে শুধু ভাত।
কেমন হইবে সেবা প্রভু জগন্নাথ।
ঠাকুর কহেন 'কেন শুধু ভাত খা'ব।
সুধা হ'তে সুধা আমি ভোজন করিব।।
'কি দিব' 'কি দিব' ভক্ত কহে অবিরত।
মহাপ্রভু বলে "তোর ঘরে আছে ঘৃত।।"
তাহা শুনি ভক্ত হইয়া উল্লাসিত।
নারীকে কহিছে 'ঘরে আছে ঘরে।
তাহার রমণী কহে 'ঘৃত আছে ঘরে।
প্রভু হরিচাঁদ কহে 'শুন ভাল ক'রে।।
দধি আছে আরো আছে সুরভী দোহন।
ঘরে আছে কল্যকার মথিত মাখন।।"
ঠাকুরের পদে পড়ি কহে তার নারী।
'কি দিয়া হইবে প্রভু ভোজন তোমারী?'
প্রভু কহে ভকতের রমণীর কাছে।
কুষ্মাণ্ড শাকের আগা ভাতে দে'য়া আছে।।